মহাকবি ভবভূতির

উত্তররামচরিতম্

ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য,
অতিথি অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
প্রাক্তন রীডার ও সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান,
বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৬১

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী ★ কলকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

কবি পরিচিতি ও কাল

'ভূমৈব সুখম্', 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ', 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা', 'ত্যাগেন ভুঞ্জীথাঃ'—এই উদার দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন ভারতবাসীরা ইহকাল ও ইহজগৎকে যেখানে অবজ্ঞা করতে শিখেছে সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কালস্রোতের অতলে তলিয়ে গেছে অধিকাংশ সংস্কৃত কবিদের জীবনচরিত। তবে এক্ষেত্রে আমাদের সৌভাগ্য এই যে বাণভট্টের মত মহাকবি ভবভূতিও জীবনবৃত্তের কিছু চিহ্ন কালস্রোতের ওপর ভাসিয়ে দিয়েছেন। সে চিহ্নপথের অনুসন্ধান করে পণ্ডিতেরা তাঁর সম্পর্কে বহু বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন।

ভবভূতি তাঁর 'মহাবীর-চরিত' নাটকে কিছু বিস্তৃতভাবে, 'মালতীমাধব' প্রকরণে কিছু অংশ বাদ দিয়ে, এবং 'উত্তররামচরিত' নাটকে অতি সামান্য স্ববংশের ও নিজের সম্পর্কে যে পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় :

দক্ষিণাপথে বিদর্ভ দেশে পদ্মপুর নামে এক নগর। সেখানে তৈত্তিরীয় শাখার কশ্যপগোত্রীয় শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাস। তাঁরা পংক্তিপাবন পঞ্চাগ্নির উপাসক। চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, সোমযাগে সোমরস পান করেন এবং উচ্চবংশের প্রতীক উদুম্বর উপাধি ধারণ করেন। এরকম প্রখ্যাত বেদবিদ্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন পূজনীয় স্বনামধন্য মহাকবি ভট্টগোপাল। তিনি বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভট্টগোপালের পঞ্চম পৌত্র এবং নির্মল যশের অধিকারী নীলকণ্ঠের ঔরসে ও জাতূকর্ণীর গর্ভে ভবভূতির জন্ম। তিনি ছিলে ব্যাকরণ, মীমাংসা এবং ন্যায়শাস্ত্রে অত্যন্ত সুপণ্ডিত (পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞঃ), এছাড়া বেদ, উপনিষৎ, সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। তার গুরু হলেন প্রখ্যাত যোগিশ্রেষ্ঠ সার্থকনামা জ্ঞাননিধি।[১]

---

১. অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরুং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়াঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিন উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়য়াজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্তের্নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভবভূতির্নাম জাতূকর্ণীপুত্রঃ.....যথার্থনামা ভগবান্ যস্য জ্ঞাননিধির্গুরুঃ ॥—প্রস্তাবনা, মহাবীরচরিত।

ভবভূতি ছিলেন পাণ্ডিত্যাভিমানী। 'মহাবীরচরিতে' কবি গর্বস্ফীত কণ্ঠে বলেছেন—'বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যম্'—উত্তর রামচরিতে আরও উদ্দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'যং ব্রাহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবাণ্ববর্তত।' এই ব্রাহ্মণ কবির সদা বশে থাকেন বাগ্‌দেবী। মহাকবি কালিদাস যেখানে বিনয়নম্র বচনে বলেন—

'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ ॥'—রঘুবংশ।

কিংবা বলেন—

'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥'—রঘুবংশ।

সেখানে ভবভূতির এই দাম্ভিক উক্তির প্রতি হয়ত তাঁর প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান ও বেদজ্ঞ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণই কারণ।